কাগজ ও কলম

শ্রীদেবাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম বর্ষ বিজ্ঞান 'ক' শাখা

কাগজ কহিল উচ্চে লেখনীর প্রতি,
"রে নিঠুর! কালিমুখি! তুই হীন অতি;
মোর রূপে কালি দিয়ে কিবা পাস্ সুখ?"
লেখনী বলিল ধীরে, হাসি হাসি মুখ;
"বৃথা কেন দ্বন্দ্ব ভাই? হই আমি হীনা
তব কিবা মূল্য ভাই, মোর স্পর্শ বিনা"

———

—র প্রতি

[অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ বিদ্যাবত্ন, সাঙ্খ্যভূষণ।]

বন্ধু, আমারে বোহেমী বানালে, সাঁচ্চা রহিলে নিজে,
মধুরা'তে এলে কুটিরে আমার আষাঢ়ের জলে ভিজে!
সুরভিবাব্‌রীমুকুটিত মাথা, স্বপন-রঙীন্ আঁখি,
উপ-নয়নের স্বচ্ছ আড়ালে ঢুলে পড়ে থাকি থাকি,
ক্লীন্-শেভ্ মুখে কচিতৃণসম চিকণ গুম্ফ-রেখা
যেন পালিশিত ইস্পাত-বুকে বাঁকা মরকতলেখা,
কণ্ঠে মোহন রূপালী আওয়াজ, অস্কারী জামা গায়ে,
শান্তিপুরের কোঁচা-চুম্বিত গ্লেজ্-কিড্ দুটি পায়ে,

শ্রীমণি বন্ধে টিক্‌টিক্ কাঁদে বন্দী সে মহাকাল,
মন্থর পদে ধরণীর বুকে জাগিছে ছন্দতাল,—
স্বপনেরি মতো এলে ঘরে মোর ঘরখানি সুরভিয়া
স্বপনবিলাসী, শ্রীকরকমলে "ব্যথার পরাগ" নিয়া !
সভা করি মোরা বসে ছিনু, সখা, ওমর আমি ও সাকী,
তুমি যেই এলে, সাকী চ'লে গেল ! তুমি তা' দেখনি নাকি ?

প'ড়ো-বাড়ী

—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বিদ্যারত্ন, সাংখ্যভূষণ

ঝর্‌ঝ'রে বাড়ীখানা
হাওয়া লে'গে চূণ বালি খ'সে পড়ে !
চারিপাশে বেজায় জঙ্গল—
ভেরেণ্ডা, নিসেন্দে, নীম, কাসুন্দে, শেওড়া, রাঙাচিতে,—
কত গাছ ; কতই আগাছা ;
বুকভোর উঁচু উঁচু কালো কালো লক্‌ল'কে ঘাস ;
তেলাকুচো, কাঠসীম, দুধকল্মী, কত রকমের লতা।
ঝর্‌ঝ'রে বাড়ীখানা
দেয়ালের ফাটেফাটে অশথের গাছ গজিয়েছে।
ক্ষয়রোগী দেখেছো তো ?—